182. Pc. 853. 2.(6)

অম্বষ্ঠ কোন্ বর্ণ ?

কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা হইতে

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

হেয়ার প্রেস,—কলিকাতা।

১৩০০।

অম্বষ্ঠ কোন্ বর্ণ?

ঢাকা বিক্রমপুরের অনেক পণ্ডিত মহাশয় দিগের মধ্যে এক গুরুতর বিচার উপস্থিত হইয়াছে। কেহ বলেন সন্ন্যাসাশ্রম কেবল ব্রাহ্মণের গ্রাহ্য, অপর পক্ষ বলেন দ্বিজাতিমাত্রই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন।

এ সম্বন্ধে উভয় পক্ষ হইতে বিস্তর প্রমাণ প্রয়োগ নিদর্শিত হইয়াছে। শাস্ত্রার্থেও মত ভেদ হইয়াছে, সে সকল কথা লেখা আমার উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং আমি তাহা লিখিতেও প্রবৃত্ত হই নাই।

শুনিতে পাই যে যাঁহারা বলিয়াছেন কেবল ব্রাহ্মণেরই সন্ন্যাসাশ্রমে অধিকার, তাঁহাদের প্রতি অম্বষ্ঠ শ্রেণীর অনেক লোক অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা কি অভিপ্রায়ে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন বলিতে পারিনা, যদি শাস্ত্রার্থ যথার্থ হয় নাই বলিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তাহাতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু এরূপ শুনিতে পাই যে কাহারও মনে এরূপ সংস্কার যে ব্রাহ্মণ মাত্রের সন্ন্যাসাশ্রমে অধিকার বলিলে অম্বষ্ঠের সন্ন্যাস অধিকার থাকেনা অথচ অম্বষ্ঠ সন্ন্যাসী চিরকাল হইতে দেখা যাইতেছে। এখন নূতন ব্যবস্থাদ্বারা তাঁহাদের চির-প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসাধিকার নষ্ট হইতেছে এই মাত্রই বিবক্তির কারণ। ফলতঃ ব্রাহ্মণ মাত্রের অধিকার বলিলে যে অম্বষ্ঠেরও সন্ন্যাস অধিকারের কোন ব্যাঘাত হইল না, তাহাতে তাঁহারা মনোযোগ করেন না। ব্রাহ্মণ মাত্রের অধিকার বলিলে যে কেবল রাঢীয় শ্রেণীর বা বারেন্দ্র

শ্রেণীর অধিকার হইল তাহা নহে, ব্রাহ্মণ-বর্ণ-সাধারণেরই অধিকার হইল।

এস্থলে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে ব্রাহ্মণ-সাধারণের অধিকার হইলে অম্বষ্ঠের অধিকার হয় কিরূপে ? এজন্য অম্বষ্ঠ কোন বর্ণ তাহার আলোচনা করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা অম্বষ্ঠকে অতিরিক্ত বর্ণ মনে করেন, তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত ভ্রমমূলক অসন্তোষ হইতে পারে, বস্তুতঃ অম্বষ্ঠ অতিরিক্ত বর্ণ নয়, ব্রাহ্মণ বর্ণ।

তাহার প্রমাণ, মনু বলিয়াছেন,—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তিতু পঞ্চমঃ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি, চতুর্থ বর্ণ শূদ্র এক জাতি, পঞ্চম বর্ণ নাই। সুতরাং অম্বষ্ঠ অতিরিক্ত বর্ণ হইতে পারেনা। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের উপনয়ন সংস্কার আছে, এজন্য ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়কে দ্বিজাতি কহে। শূদ্রের উপনয়ন সংস্কার নাই, এজন্য উহাকে এক জাতি বলে।

বৃহস্পতি বলিয়াছেন,—

মাতুরগ্রেধি-জননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জী বন্ধনাৎ।
তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতা ত্বাচার্য্য উচ্যতে॥

প্রথমতঃ মাতা হইতে জন্ম হয়, মৌঞ্জীবন্ধন (অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার হেতু দ্বিতীয় জন্ম হইয়া থাকে) দ্বিতীয় জন্মে মাতা সাবিত্রী পিতা আচার্য্য জানিবে।

সংস্কারাদ্দ্বিজউচ্যতে।

এস্থলে সংস্কার বলিতে উপনয়ন সংস্কার। বাঙ্গালাদেশে যাঁহারা

বৈদ্য শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা যে অম্বষ্ঠ তাহাতে কোন সন্দেহের কারণ নাই। পুরুষপরম্পরা পরিচয়ই ইহার প্রমাণ। যাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা যায় তাঁহাদের মধ্যে কেহ বারেন্দ্র, কেহ বৈদিক, কেহ বা অন্য শ্রেণী, ইহার প্রমাণ আর কি হইতে পারে, কেবল পুরুষপরম্পরায় উপদেশই ইহার প্রমাণ বলিতে হইবে। এদেশীয় বৈদ্যগণও যে পুরুষপরম্পরায় বৈদ্যই অম্বষ্ঠ এই উপদেশ পাইয়াছেন এই প্রমাণ দ্বারা নিশ্চয় করা যায় যে অম্বষ্ঠকে বৈদ্য বলে। কেহ কেহ এস্থলে অগ্নিবেশ সংহিতার লিখিত এই বচন প্রমাণ স্থলে উপস্থিত করেন যথা—

জননীতো জনুর্লব্ধা যজ্জাতা বেদসংস্কৃতৈঃ।
অম্বষ্ঠাস্তেন তে সর্ব্বে দ্বিজা বৈদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

প্রথম জননী হইতে জন্ম লাভ করিয়া বেদসংস্কার (অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার দ্বারা দ্বিতীয় জন্ম লাভ করেন) এজন্য অম্বষ্ঠ দ্বিজ এবং তাঁহাদিগকে বৈদ্য বলা যায়। ইহাদ্বারা বুঝা যায় যে বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ একপর্য্যায় শব্দ তাহার সংশয় নাই।

অম্বষ্ঠ কাহাকে বলে? এস্থলে মনু বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণাদ্ বৈশ্যকন্যায়াম্ অম্বষ্ঠো নাম জায়তে।

ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যকন্যার গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হয় তাহাকে অম্বষ্ঠ বলে। ঐ অম্বষ্ঠজননী বৈশ্যকন্যা অম্বষ্ঠজনক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা কিনা এই সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু শাস্ত্রান্তরের সহিত এক বাক্যতায় বুঝা যায় যে ঐ বৈশ্যকন্যা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা তাহার সন্দেহ নাই।

উশনা বলিয়াছেন—

বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোহম্বষ্ঠ উচ্যতে।

বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণ হইতে বিধি পূর্ব্বক যে পুত্র উৎপন্নহয় তাহাকে অম্বষ্ঠ বলা যায়। এস্থলে বিধিপূর্ব্বক বলিতেই বিবাহবিধি বলিতে হইবে।

যাজ্ঞবল্ক্যও বলিযাছেন—

বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াং।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোপিবা॥
বৈশ্যা শূদ্রোস্তু রাজন্যান্মাহিষ্যোগ্রৌ সুতৌ স্মৃতৌ।
বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ॥

বিপ্র হইতে ক্ষত্রিয়কন্যা স্ববিবাহিতা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্র মূর্দ্ধাভিষিক্ত, ব্রাহ্মণ হইতে স্ববিবাহিতা বৈশ্যকন্যা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্র অম্বষ্ঠ, ব্রাহ্মণ হইতে স্ববিবাহিতা শূদ্রকন্যা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্র নিষাদ, যাহাব অপর নাম পারশব।

ক্ষত্রিয় হইতে স্ববিবাহিতবৈশ্যকন্যা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্র মাহিষ্য, ক্ষত্রিয় হইতে স্ববিবাহিতশূদ্রকন্যাতে উৎপন্ন পুত্রকে উগ্র বলে। বৈশ্য হইতে স্ববিবাহিতশূদ্রকন্যা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্র করণ নামে বিখ্যাত। এই সমুদায় পুত্রোৎপন্নবিধিবিষয়ে স্ববিবাহিতা স্ত্রী জানিবে।

এখনও অনেকেব সন্দেহ হইতে পারে যে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৈশ্যকন্যা বিবাহ কিরূপে সম্ভবে। পূর্ব্বকালে অনুলোমজা অসবর্ণবিবাহ শাস্ত্র সম্মত ও প্রচলিত ছিল, নিম্নলিখিত মনুবাক্যই তাহার প্রমাণ—

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সাচ স্বাচ বিশঃ স্মৃতে।
তেচ স্বাচ তাশ্চ স্বাচাগ্রজন্মনঃ ॥

শূদ্রের শূদ্রকন্যা মাত্র; বৈশ্যের শূদ্রকন্যা ও বৈশ্যকন্যা; ক্ষত্রিয়ের শূদ্র কন্যা, বৈশ্য কন্যা, ও ক্ষত্রিয় কন্যা; এবং ব্রাহ্মণের শূদ্র-কন্যা, বৈশ্যকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা, এবং ব্রাহ্মণকন্যা ভার্য্যা হইয়া থাকে।

দ্বিজাতির শূদ্রকন্যাবিবাহে প্রত্যবায় আছে, এবং প্রতিলোমজা কন্যা ও বিবাহে নিষিদ্ধা। তাহার প্রমাণ অসবর্ণা বিবাহপ্রসঙ্গে ব্যাস বলেন—

উদ্বহেৎ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্যাং বা ক্ষত্রিয়ো বিশাং
নতু শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিন্নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাম্ ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাকে বিবাহ করিতে পারিবেন। ক্ষত্রিয় বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজাতি তিন বর্ণ শূদ্র কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবেন না, এবং অধম বর্ণ হইয়া উত্তম বর্ণের কন্যা বিবাহ করিতে পারিবেন না।

যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন—

যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রাদ্দারোপসংগ্রহঃ।
নৈতন্মম মতং যস্মাত্তত্রায়ং জায়তে স্বয়ম্ ॥

কেহ কেহ দ্বিজাতির শূদ্রাবিবাহের উপদেশ করেন, তাহাতে আমার অমত; কারণ তাহাতে দ্বিজাতির শূদ্রাতে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শূদ্র হইতে হয়। যেহেতু "আত্মাবৈ জায়তে পুত্রঃ" এই শ্রুতি আছে।

শূদ্রাবিবাহে দোষ এই যে স্বয়ং হীন হইতে হয়। শূদ্রাতে যে পুত্রোৎপাদন করিতে হয় সে পুত্র শূদ্রই হয়, কিন্তু অনুলোমজা দ্বিজাতি-

কন্যা বিবাহ করিলে স্বয়ং হীন হইতে হয় না এবং ঐ অনুলোমজা স্ত্রীগর্ভজাত পুত্রও হীন হয় না। এজন্য দ্বিজাতির শূদ্রাবিবাহ নিষেধ করিয়াছেন। যদি ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়কন্যা বা বৈশ্যকন্যা বিবাহে দোষ হইত তবে তাহার উল্লেখ করিতেন ; তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা বিবাহ করিয়া হীন হইতেন এবং ক্ষত্রিয়া পত্নীজাত ব্রাহ্মণ পুত্র ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যা পত্নীজাত ব্রাহ্মণ পুত্র বৈশ্য হইতেন, দ্বিজাতির অনুলোম ক্রমে দ্বিজাতি কন্যা বিবাহে কোন দোষ কীর্ত্তন করেন নাই, বরং মনু যাজ্ঞবল্ক্য ও বিষ্ণু প্রভৃতি তাহাতে অনুমোদন করিয়াছেন। দ্বিজাতির শূদ্রাস্ত্রীগর্ভজাত পুত্র পিণ্ডদ হইবে না ; কিঞ্চিৎ পিতৃধন পাইবে। প্রতিলোমজাত হইলে যে পিতৃধনে অধিকারী হইবে না, এই বিশেষ নিয়ম জানাইবার জন্য মনু দ্বিজাতির শূদ্রা ভার্য্যা উল্লেখ করিয়াছেন। শূদ্রাকে ভার্য্যা করা দোষ তাহা স্বয়ং মনু বলিতে ত্রুটি করেন নাই, তাহা নিম্নলিখিত বচন দ্বারাই সপ্রমাণ হইবে।

শূদ্রাবেদী পতত্যত্রে রুতথ্যতনয়স্য চ।
শুনকস্য সুতোৎপত্ত্যা তদপত্যতয়া ভৃগোঃ।

অত্রির মতে, দ্বিজাতি শূদ্রা বিবাহে পতিত হইয়া থাকেন, উতথ্যতনয় শুনকের মতে, শূদ্রার সুতোৎপাদন করিলে পতিত হয়েন, ভৃগুর মতে শূদ্রাভার্য্যার গর্ভজাত পুত্রের পুত্র হইলে দ্বিজাতির পাতিত্য হয়। এই অন্যমত পরমত লিখিয়া পরে লিখিয়াছেন—

শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্।
জনয়িত্বা সুতং তস্মিন্ ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥

শূদ্রাকে শয্যারোপণ করাইলে ব্রাহ্মণের অধোগতি হয়, তাহাতে সুতোৎপাদক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্য হইতে হীন হইয়া থাকেন।

দ্বিজাতির অনুলোম ক্রমে দ্বিজাতিকন্যা বিবাহে দোষ না থাকার

কারণ যে, সমন্ত্রবিবাহ হওয়াতে পতিগোত্রা পতিসপিণ্ডা ও পতিসবর্ণা হইবে তাহার প্রমাণ—

স্বগোত্রাদ্‌ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে।
পতিগোত্রেণ কর্ত্তব্যাস্তস্যাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়া ॥

সপ্তপদীগমনের পর স্ত্রী পিতৃগোত্র হইতে পতিগোত্র প্রাপ্ত হয় তাহার পিণ্ডোদকাদি সমুদায় ক্রিয়া তদবধি পতিগোত্রোল্লেখে হইবে।

বৃহস্পতি বলিয়াছেন—

শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্যফলে সমা।

স্ত্রী শরীরের অর্দ্ধ, সুতরাং পুণ্যপাপে তাহারও অর্দ্ধভাগ হইবে। বিশেষতঃ "প্রাণৈস্তে প্রাণাঃ সন্দধাম্যস্থিভিরস্থীনি ত্বচা ত্বচং মাংসৈর্মাংসং ইত্যাদি" যুতকীকরণমন্ত্রদ্বারা একাত্মীভাব হয় সুতরাং অনুলোমবিবাহিতা দ্বিজাতিকন্যা স্ত্রী ও পতিবর্ণা হইয়া থাকে। অতএব ব্রাহ্মণবিবাহিতা ক্ষত্রিয়কন্যা বা বৈশ্যকন্যা মন্ত্রে বিবাহ হওয়াতে ব্রাহ্মণবর্ণাই হইল। তদুৎপন্ন পুত্র ব্রাহ্মণবর্ণই হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি।

যাজ্ঞবল্ক্য যে লিখিয়াছেন—

সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে হি সজাতয়ঃ।
অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ ॥

সবর্ণ হইতে সবর্ণাগর্ভে যে সন্তান হইয়া থাকে, সে সবর্ণই হয় অর্থাৎ পিতামাতা যে বর্ণ তাহাই হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই, অনুলোমদ্বিজকন্যা সমন্ত্রকবিবাহ হওয়াতে সবর্ণা হয় সুতরাং ব্রাহ্মণবিবাহিতা ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যা সবর্ণাই।

অতএব ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়কন্যাব্রাহ্মণীগর্ভজাত পুত্র মূর্দ্ধাভিষিক্ত

এবং বৈশ্যকন্যা ব্রাহ্মণী গর্ভজাত পুত্র অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণই হইয়া থাকে, ইহা শাস্ত্রার্থে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

অনিন্দ্যনীয় অর্থাৎ যাহাতে নিন্দাশ্রুতি নাই এইরূপ বিবাহে উৎপন্ন পুত্র সন্তানবর্দ্ধন হয়। নিন্দনীয়বিবাহে উৎপন্ন পুত্র সন্তান-বর্দ্ধন হয় না কিন্তু দ্বিজাতির শূদ্রাবিবাহ নিন্দনীয়। কারণ শূদ্রা পতিগোত্রা পতিসপিণ্ডা এবং পতিসবর্ণা হয় না, তবে কিরূপে কুলবর্দ্ধন হইবে? কারণ শূদ্রাবিবাহ অমন্ত্রক ব্যাস বলিয়াছেন।

নবৈতাঃ কর্ণবেধান্তা মন্ত্র বর্জ্জং ক্রিয়াঃ স্ত্রিয়াঃ।
বিবাহো মন্ত্রতস্তস্যাঃ শূদ্রস্যাঃ মন্ত্রতো দশ॥

কর্ণবেধান্ত নয়টী ক্রিয়া স্ত্রীলোকের অমন্ত্রক, কেবল বিবাহ সমন্ত্রক; কিন্তু শূদ্রজাতির বিবাহান্ত দশকর্ম্মই অমন্ত্রক। পরে যে যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন—

বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াং।
অম্বষ্ঠ ইত্যাদি॥

তদ্দ্বারা কেবল শ্রেণীভেদ করিয়াছেন। শ্রেণীভেদের প্রয়োজন কেবল মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠের অতিরিক্ত ধর্ম্ম্যাবৃত্তি আছে তাহাই বিজ্ঞাপন করা মাত্র। যেমন মনু বলেন "অম্বষ্ঠেষু চিকিৎসিতং।" মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ যে ব্রাহ্মণ তদ্বিষয়ে আরও প্রমাণ আছে, যথা মহাভারতীয় অনুশাসন পর্ব্বে—

ক্ষত্রিয়ায়াশ্চ যঃ পুত্রো ব্রাহ্মণঃ স্যাপ্যসংশয়ঃ।
সতু মাতুর্ব্বিশেষেণ ত্রীনংশান্ হর্ত্তুমর্হতি॥
বর্ণে তৃতীয়ে বৈশ্যায়াং যাতস্তু ব্রাহ্মণাদপি।
দ্বিরংশস্তেন হর্ত্তব্যো ব্রাহ্মণস্বাদ্যুধিষ্ঠির॥

অব্রাহ্মণস্তু মন্যন্তে শূদ্রাপুত্রমনৈপুণাৎ।
ত্রিষু বর্ণেষু জাতস্তু ব্রাহ্মণাদ্ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥
স্মৃতাশ্চ বর্ণাশ্চত্বারঃ পঞ্চমো নাধি-গম্যতে।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশবাক্য বলিতেছেন, হে যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াপত্নীর গর্ভজাত পুত্র যে ব্রাহ্মণ তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু মাতার ব্রাহ্মণ হইতে হীন কুলে জন্মপ্রযুক্ত তিন অংশ অর্থাৎ ব্রাহ্মণীপুত্র হইতে একাংশ কম পাইবেন; তৃতীয় বর্ণে জাত বৈশ্যাপত্নীতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণের যে পুত্র তিনিও ব্রাহ্মণ, কিন্তু মাতার ক্ষত্রিয় হইতেও হীনকুলে জন্ম নিবন্ধন দুই অংশ পাইবেন. শূদ্রা গর্ভজাত ব্রাহ্মণ পুত্র ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, কারণ ব্রাহ্মণের শূদ্রাবিবাহের মন্ত্র না থাকায় শূদ্রা পতিগোত্রা ও পতিবর্ণা হইতে পারে না; সুতরাং তৎপুত্রও ব্রাহ্মণবর্ণ হইবেনা; অনিপুণাৎপদ দ্বারা এই অর্থের উপলব্ধি হইতেছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের স্ত্রীতে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত পুত্র হইলে ব্রাহ্মণ বর্ণই হইবে অতিরিক্ত বর্ণ হইবে না, তাহার কারণ পঞ্চম বর্ণ নাই।

অনুশাসন পর্ব্বে আরও প্রমাণ আছে। যথা—

ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যান্নসংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাদ্বৈশ্যায়ামপি চৈবহি॥
কস্মাত্তু বিষমং ভাগং ভজেরন্নৃপসত্তম।
যতঃ সর্ব্বে ত্রয়োবর্ণা ত্বয়োক্তা ব্রাহ্মণা ইতি॥

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীপত্নীগর্ভজাত পু- ব্রাহ্মণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই, ক্ষত্রিয়াপত্নী ও বৈশ্যাপত্নীগর্ভজাত পুত্রও সেই পুত্রের

ন্যায্যই হইবে, যেহেতু আপনি বলিয়াছেন ব্রাহ্মণ্যাদি গর্ভজাত তিন পুত্রই ব্রাহ্মণ বর্ণ। হে নৃপসত্তম। এমন স্থলে পুত্রগত ভাগবৈষম্যের কারণ কি? ইহাতে এই নিশ্চয় হইল যে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্যাদি তিন পত্নীর মধ্যে যাহার পিতৃকুল প্রশস্ত তাহার প্রাশস্ত্য হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যাদি তিন পত্নীই ধর্ম্মপত্নী হইবে। ব্রাহ্মণের বিবাহিতা ব্রাহ্মণকন্যা-ব্রাহ্মণী শ্রেষ্ঠা, তৎপর ক্ষত্রিয়কন্যা ব্রাহ্মণী, তৎপরে বৈশ্যকন্যা ব্রাহ্মণী। ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কন্যা ক্ষত্রিয়পত্নী বৈশ্যকন্যা ক্ষত্রিয়পত্নী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। সকলেই ধর্ম্মপত্নী। "সস্ত্রীকোধর্ম্মমাচরেৎ" এই শাস্ত্রানুসারে সস্ত্রীক হইয়া যে ধর্ম্ম কার্য্য করিবার বিধান আছে তাহা অনুলোম-বিবাহিতাস্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া করা যাইতে পারে, কেবল শূদ্রার সঙ্গে কর্ম্ম করিবে না। এ সম্বন্ধে বিষ্ণু বলিয়াছেন—

সবর্ণাসু বহুভার্য্যাসু বিদ্যমানাসু জ্যেষ্ঠয়া সহ ধর্ম্মকার্য্যং কুর্য্যাৎ, সবর্ণাভাবে ত্বনন্তরয়ৈবাপদি চ; নত্বেব দ্বিজঃ শূদ্রয়া॥

সবর্ণা বহু ভার্য্যা থাকিলে জ্যেষ্ঠার সহিত যজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্য করিবে সবর্ণা পত্নী না থাকিলে অথবা সবর্ণার রোগাদি কোন প্রতিবন্ধক থাকিলে অনুলোমজা পত্নীকে সঙ্গে করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে; দ্বিজাতি কখনও শূদ্রাকে সঙ্গে করিয়া ধর্ম্মকার্য্য করিবে না। এস্থলে তর্ক হইতে পারে যে বিষ্ণু পূর্ব্বে সবর্ণা বলিয়াছেন পরে অনন্তরা বলিয়াছেন, যদি অনন্তরাও সবর্ণা হইবে তবে তাহার পৃথক্ নির্দ্দেশ করিলেন কেন? তাহার উত্তর এই, ঋষিদের এই রীতি যে কোন বিশেষ প্রয়োজন থাকিলে পূর্ব্ব ধর্ম্ম মাত্র অবলম্বন করিয়াও পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

যেমন আয়ুর্ব্বেদীয় চরকসংহিতায় বলিয়াছেন—

অতুল্যগোত্রস্য রজঃক্ষয়ান্তে।
রহো বিসৃষ্টং মিথুনীকৃতস্য॥ ইত্যাদি।

এস্থলে স্ত্রীর অতুল্য-গোত্র পুরুষ বলিয়াছেন। এ সকল গর্ভোৎপাদন কালের কথা, তখন পুরুষ স্ত্রী হইতে ভিন্ন গোত্র নহে, বিবাহের পর স্ত্রী পুরুষ এক গোত্রই হইয়া থাকে। এস্থলে বিবাহের পূর্ব্ব-ধর্ম্ম অতুল্যগোত্রস্য বিশেষণ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতুল্যগোত্র বলিতে বিবাহের পূর্ব্বে যে অতুল্য গোত্র ছিল তাহারই গ্রহণ করিয়াছেন।

অপর প্রমাণ এই, ব্যাস বলিয়াছেন—

কুমারীসম্ভবস্ত্বেকঃ সগোত্রায়াং দ্বিতীয়কঃ।
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজাতশ্চ চাণ্ডালস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ॥

ইহার অর্থ এই,—চাণ্ডাল তিন প্রকার; কুমারীজাত একপ্রকার, ব্রাহ্মণীতে শূদ্র হইতে জাত একপ্রকার, সগোত্রাতে সন্তান উৎপন্ন করিলে সে একপ্রকার।

এস্থলে সগোত্রা বলিতে যে বিবাহের পূর্ব্বে সগোত্রা ছিল তাহাকে বুঝা যাইবে। বিবাহের পর সকলের স্ত্রীই সগোত্রা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে জাত সন্তান চাণ্ডাল হয় না।

অম্বষ্ঠ যে ব্রাহ্মণ তাহার আরও প্রমাণ এই,—

মনু বর্ণনির্ণয় স্থলে বলিয়াছেন—

সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষ্বক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যাজ্ঞেয়া স্তয়েব তে॥

সকল বর্ণেরই তুল্যাতে (অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীতে, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াতে, বৈশ্যের বৈশ্যাতে, শূদ্রের শূদ্রাতে) উৎপন্ন পুত্র যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইবে।

তুল্যতা তিন প্রকার—

জন্মে তুল্যতা, বিবাহে তুল্যতা ও জন্মবিবাহ এই উভয়ে তুল্যতা। এস্থলে উভয় প্রকার তুল্যতার গ্রহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ বিবাহিতা সজাত্যুৎপন্না স্ত্রীতে যে পুত্র হইবে সে সবর্ণ হইবে।

আর পত্নী অর্থাৎ যাহার সহিত ধর্ম্ম কর্ম্ম যজ্ঞাদি করা যায় যেমন ব্রাহ্মণ বিবাহিতা ক্ষত্রিয় কন্যা ও বৈশ্য কন্যা, ক্ষত্রিয় বিবাহিতা ক্ষত্রিয় কন্যা ও বৈশ্য কন্যা।

তুল্যা বলাতেই সজাতিকন্যাপত্নী পাওয়া গিয়াছে। পত্নী বলায় অনুলোমজা দ্বিজাতিকন্যার গ্রহণ হইল। ঐ পত্নীতে উৎপন্ন যে পুত্র, সে যে বর্ণ হইতে উৎপন্ন সেই বর্ণ হইবে। তাহার মাতা সমন্ত্রক-বিবাহে যেরূপে পতি বর্ণ হইয়া থাকে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তুল্যা বলাতেও পত্নী পাওয়া যাইত, কিন্তু তাহাতে অবিবাহিতা কন্যাও বুঝা ইতে পারে, এই পত্নী শব্দ তাহারই ব্যাবর্ত্তক হইল। নতুবা "পত্নীষু" বলিবার আবশ্যক ছিল না, বিবাহতুল্যা জন্মতুল্যা সমুদয়ই তুল্যাসু ইহাদ্বারা পাওয়া যাইত। কন্যা সর্ব্বথা তুল্যা অথবা পত্নী না হওয়ায় তদুৎপন্ন পুত্র ও তজ্জাতি হইবে না। তাদৃশ পুত্রকে ব্যাস, চাণ্ডাল বলিয়াছেন,—

"কুমারী সম্ভবস্তেক ইত্যাদি"।

অক্ষতযোনি কন্যাতে অনুলোম ক্রমে জাত পুত্র চাণ্ডাল হইবে না, পিতৃবর্ণ হইবে। এজন্য বলিলেন "অক্ষত যোনিষু আনুলোম্যেন সম্ভূতাঃ" ইতি।

অক্ষতযোনি কুমারীতে অনুলোম ক্রমে যে পুত্র জন্মিবে সে যেবর্ণ পিতা হইতে উৎপন্ন হইবে সেই বর্ণই হইবে।

যেমন মহর্ষি ব্যাস, ইনি ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ পরাশরের শুক্রে উৎপন্ন, কিন্তু শুক্রের প্রাধান্য হেতু ব্রাহ্মণই হইয়াছিলেন। ব্যাসজননী সত্যবতী পরাশরের পত্নী না হইলেও ব্যাসের ব্রাহ্মণত্বের হানি হয় নাই। শূদ্রকন্যা-গর্ভজাত কানীনপুত্রও শূদ্রই হইবে। কারণ উপসংহারে মনু বলিয়াছেন—

সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্সুতাদ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণাঞ্চ সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥

দ্বিজাতির সজাতিজ তিনপুত্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এবং বৈশ্য; অনন্তরজ তিন পুত্র মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ এবং মাহিষ্য; এই ছয় পুত্র দ্বিজধর্ম্মী, অর্থাৎ উপনয়নাদি সংস্কারযোগ্য। অপধ্বংসজ-সকল শূদ্রধর্ম্মা জানিবে। অপধ্বংসশব্দের অর্থ এই, যে আপনাকে অপধ্বস্ত অর্থাৎ পতিত করে। দ্বিজাতি শূদ্রাসংসর্গে পতিত হইয়াই শূদ্রাতে পুত্র উৎপন্ন করেন সুতরাং তজ্জাত পুত্রকে অপধ্বংসজ বলে। শূদ্রাবেদীপতত্যত্রেঃ ইত্যাদি বচন পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণের বৈশ্যকন্যাব্রাহ্মণীজাত পুত্র অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ। আবার ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যকন্যাক্ষত্রিয়পত্নীগর্ভজাত পুত্র মাহিষ্য ক্ষত্রিয়, যেমন ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যকন্যাপত্ন্যুৎপন্ন পুত্র যুযুৎসু ক্ষত্রিয়, এজন্য ধৃতরাষ্ট্রের মৃত্যুর পর যুযুৎসু যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলে একত্রিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের তর্পণ করিয়াছিলেন।

যথা মহাভারতে—

যুযুৎসুমগ্রতঃ কৃত্বা তস্মৈদদ্যুর্জ্জলাঞ্জলীন্।

সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু ইত্যাদি বচনে কেহ কেহ অর্থ করেন; তুল্যা অর্থাৎ সমানবর্ণজাতা, পত্নী অর্থাৎ স্ববিবাহিতা, অক্ষতযোনি অর্থাৎ

অন্যাস্পৃষ্টযোনি ; তাহাতে যে পুত্র উৎপন্ন হয় সে মাতাপিতার বর্ণই হইয়া থাকে। এরূপ অর্থে ব্রাহ্মণের পরস্ত্রীজাত পুত্র ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, অথচ বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজ পরস্ত্রীজাত হইয়াও ব্রাহ্মণ। আরও ব্রাহ্মণের অপর ব্রাহ্মণীজাত পুত্র ব্রাহ্মণ না হইলে শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয় ব্রাহ্মণের মধ্যে কুণ্ড (সধবার জারজপুত্র) ও গোলক (বিধবার জারজ পুত্র) ইহাদিগকে গণনা করিতেন না। যথা

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়,—

অবকীর্ণী কুণ্ডগোলৌ কুনখী শ্যাবদন্তকঃ ইত্যাদি।

দ্বাদশ পুত্র গণনায় মনু ব্রাহ্মণের শূদ্রাপুত্রকে পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। বৈশ্যাপুত্র অম্বষ্ঠকে পৃথক্‌রূপে পরিগণিত করেন নাই, সুতরাং তাঁহাকে ঔরসই বলা হইয়াছে।

মনু বলিয়াছেন—

স্বেক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধি যম্।
তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিতম্॥

স্বকীয়া ও সংস্কৃতা স্ত্রীতে স্বয়মুৎপাদিত পুত্রকে ঔরস বলে।

সবর্ণায়াং সংস্কৃতায়াং স্বয়মুৎপাদিতং
পুত্রমৌরসং বিদ্যাৎ॥

এখানে সবর্ণা বলিতে বিবাহতঃ সবর্ণা বলিতে হইবে, কেবল জন্মতঃ সবর্ণা হইলে ব্রাহ্মণের বিবাহিতা ক্ষত্রিয়কন্যায় বা বৈশ্যকন্যায় স্বয়ম্ উৎপাদিত পুত্র ঔরস হইতে পারে না, অথচ তাহার পৃথক্ নির্দ্দেশ করেন নাই, সুতরাং ঔরসই বলা হইয়াছে।

ঔরসোধর্ম্মপত্নীজঃ।

ধর্ম্মপত্নী জাত পুত্রই ঔরস। অনুলোমবিবাহিতা দ্বিজাতি কন্যা

যে ধর্ম্মপত্নী, বিষ্ণু বচন দ্বারা তাহা পূর্ব্বে সপ্রমাণীকৃত হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন ধর্ম্মপত্নী, কেহ বলেন সংস্কৃত সবর্ণা, কিন্তু দুইজনেরই লক্ষ্য এক ; সুতরাং যে ধর্ম্মপত্নী সেই সংস্কৃত সবর্ণা, ইহা নিশ্চিত হইল। অনুলোমজাতা সমন্ত্রকবিবাহে যে সবর্ণা হয় তাহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। এই দুই বচনের এক বাক্যতায় তাহা আবার দৃঢ় হইল।

মনু বলিয়াছেন—

স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥

"অনন্তর অর্থাৎ অনুলোমবর্ণজাত অবিবাহিতা বা বিবাহিতা স্ত্রীতে দ্বিজ হইতে উৎপন্ন পুত্র পিতৃসদৃশ হইবে, অর্থাৎ পিতৃবর্ণ হইবে। কিন্তু মাতার অনূঢ়ত্বাদিদোষ বশতঃ তাহারা নিন্দিত হইবে। ইহার অর্থ এই যে তাহাদের পংক্তি দূষকত্বাদি দোষ হইবে। কিন্তু তাদৃশ অনুলোম জাতি কন্যাতে-জন্ম হইলে পিতৃজাতিত্বের বাধা হইবে না।

বিষ্ণু বলিয়াছেন—

অনূঢ়াপুত্রান্ তৎপুত্রান্ বহুযাজিনো গ্রাম-
যাজিনঃ শূদ্রযাজিন ইত্যাদি।

চিকিৎসক ও কানীন প্রভৃতি ব্রাহ্মণ পঙ্‌ক্তিদূষক এবং শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয়। যদি কানীনের ব্রাহ্মণত্ব না হয় তবে শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয় ব্রাহ্মণের মধ্যে কানীনের উল্লেখ করিলেন কেন?

ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়কন্যা-ব্রাহ্মণী-গর্ভজাত পুত্রের নাম মূর্দ্ধাভিষিক্ত, বৈশ্যাকন্যা-ব্রাহ্মণী-গর্ভজাত পুত্রের নাম অম্বষ্ঠ।

শ্রেণী বিভাগার্থ অন্য ঋষি এইরূপ লিখিয়াছেন, কিন্তু মনু মূর্দ্ধাভিষিক্ত নাম উল্লেখ করেন নাই, তাহার পৃথক্ কোন বৃত্তিও বলেন

নাই। অম্বষ্ঠের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অতিরিক্ত বৃত্তিও বলিয়াছেন, "অম্বষ্ঠেষু চিকিৎসিতং।" ব্রাহ্মণাদি কর্তৃক ক্ষেত্রজ যে পুত্র হইবে, তাহারা মাতৃবর্ণ হইবে, "অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ।" অনুলোমা অর্থাৎ উচ্চ কর্তৃক অবিবাহিতা নীচবর্ণজাতা স্ত্রীতে উচ্চবর্ণ হইতে উৎপন্ন যে পুত্র সে মাতৃবর্ণ, যেমন ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বিদুর ইত্যাদি।

মনু বলিয়াছেন—

পুত্রাযেঽনন্তরস্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্তাদ্বিজন্মনাম্।
তাননন্তরনাম্নস্তু মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে॥

অনন্তর স্ত্রীজাত অর্থাৎ অনুলোমবর্ণাস্ত্রী-জাত দ্বিজাতির যে পুত্র তাহারা অনন্তর নামেই অভিহিত হয়, অর্থাৎ মাতা যে জাতি পুত্রও সেই জাতি হইবে। যেমন ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, প্রভৃতি ব্রাহ্মণোৎপন্ন হইলে ও মাতার হীনজাতিত্ব নিবন্ধন মাতৃবর্ণ হইলেন। যে স্থলে ক্ষত্রিয়াদিকন্যা মন্ত্রে বিবাহপ্রযুক্ত শ্বশুরকুলে দ্বিতীয় জন্ম হওযায় ব্রাহ্মণী হইয়াছেন, তাহাদের গর্ভজাত ব্রাহ্মণোৎপন্ন পুত্র ব্রাহ্মণই হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ জমদগ্নি ক্ষত্রিয়-গাধিরাজার কন্যা বিবাহ করেন, তাঁহার গর্ভে ঋচীক নামে পুত্র হয়. তিনি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণকন্যা রেণুকাকে তিনি বিবাহ করেন, রেণুকার গর্ভে পরশুরাম ব্রাহ্মণই হন, তাঁহার উপনয়নাদি ব্রাহ্মণবৎ হইয়াছিল এবং তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচিত।

যদি ঋচীক ক্ষত্রিয় দৌহিত্র বলিয়া ক্ষত্রিয় হইতেন, তবে তাঁহার ব্রাহ্মণকন্যা গর্ভজাত পুত্র পরশুরাম সূত সংজ্ঞক বর্ণশঙ্কর হইতেন, তাঁহার উপনয়নাদি সংস্কারও হইত না, যে হেতু মনু বলিয়াছেন,—

ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতোভবতি জাতিতঃ॥

ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণকন্যার যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সে সূতজাতি নামে অভিহিত।

এজন্য ব্যাস স্পষ্টই বলিয়াছেন—

উঢ়ায়ান্তু সবর্ণায়ামন্যাং বা কামমুদ্বহেৎ।
তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রো ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে॥

বিবাহিতা যে সবর্ণা তাহাতে এবং অন্যা যে দ্বিজকন্যাকে বিবাহ করিবে তাহাতে, যে সন্তান হইবে, সে সবর্ণ হইতে হীন হইবে না অর্থাৎ সবর্ণ হইবে।

ধর্ম্মাতিদেশেও এইরূপই বলিয়াছেন।

বিপ্রবদ্বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্রবিন্নাসু ক্ষত্রবৎ।
জাতঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ॥

ব্রাহ্মণবিবাহিতা ক্ষত্রিয়কন্যা বা বৈশ্যকন্যাতে ব্রাহ্মণ হইতে যে পুত্র হইবে, সে বিপ্রবৎ কর্ম্ম করিবে। ক্ষত্রিয়বিবাহিতা বৈশ্য-কন্যাতে ক্ষত্রিয় হইতে যে পুত্র হইবে সে ক্ষত্রিয়বৎ কর্ম্ম করিবে। বৈশ্যবিবাহিতা বৈশ্যাতে বৈশ্য হইতে যে পুত্র হইবে, সে বৈশ্যবৎ কর্ম্ম করিবে। কিন্তু শূদ্রাতে যে কোন বর্ণ হইতেই যে পুত্র জন্মিবে সে শূদ্রবৎ কর্ম্ম করিবে। ইহা দ্বারাও ব্রাহ্মণের বিবাহিতা দ্বিজাতিনারী স্ত্রী গর্ভজাত পুত্রই যে ব্রাহ্মণ তাহার সন্দেহ দূর হইল। যদি অম্বষ্ঠ বৈশ্যবর্ণ হয়, তবে ক্ষত্রিয় হইতে অপকৃষ্ট হইতে পারে। বস্তুতঃ তাহা নহে, অম্বষ্ঠ ক্ষত্রিয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহার প্রমাণ—

ব্রহ্মা মূর্দ্ধাভিষিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি।
অমী পঞ্চ দ্বিজা এষাং যথা পূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্॥

এই পঞ্চ দ্বিজের মধ্যে বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় হইতে বৈদ্য,

বৈদ্য হইতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, এবং মূর্দ্ধাভিষিক্ত হইতে ব্রাহ্মণ উৎকৃষ্ট। ব্রাহ্মণ শব্দে এস্থলে ব্রাহ্মণকন্যাজাত ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করিয়াছেন।

অনুমান হয় যে পূর্ব্বকালে শাস্ত্রীয় ব্যবহার দর্শনেই আধুনিক রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণীর বক্ষ্যমাণ সামাজিক প্রথার গঠন হইয়াছে।

কুলীন ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয়ের কন্যা বিবাহ করিলে, তাঁহার কুল ভঙ্গ হয় না, তিনি যেমন কুলীন তাহাই থাকেন এবং তাঁহার কুলীন ও শ্রোত্রিয় দৌহিত্র পুত্রগণ পিতৃবৎ কুলীনই হয়েন, কিন্তু কুলীন বংশজকন্যা বিবাহ করিলেই তাঁহার কৌলিন্যে দোষ স্পর্শ হয়। সুতরাং বংশজ দৌহিত্র-কুলীন-পুত্র আর কুলীন হইতে পারেন না এবং পিতা হইতে নিকৃষ্টই হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়কন্যা বা বৈশ্যকন্যা বিবাহে কোন দোষশ্রুতি নাই, সুতরাং সেই ক্ষত্রিয়-কন্যা ও বৈশ্যকন্যাজাত ব্রাহ্মণপুত্র ব্রাহ্মণ হয়েন। শূদ্রাবিবাহে ব্রাহ্মণের দোষশ্রুতি আছে, শূদ্রাবিবাহে ব্রাহ্মণ পতিত হয়েন, তাঁহার শূদ্রাজাত পুত্র তদপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়াই থাকে। যদিও এ দৃষ্টান্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হউক তথাপি ইহার উপস্থিতি দোষাবহ নহে।

তবে অনেকের মনে এই সন্দেহ হইতে পারে যে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণের ন্যায়ই ইহাদের উপাধি না হয় কেন?

তাহার কারণ এই রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের বাস পূর্ব্বে এদেশে ছিল না, এদেশে আসিলে পরে, ইহাদিগকে বাসস্থান গ্রাম অনুসারে উপাধি দেওয়া হয়, যেমন লাহিড়ি ভাদুড়ি গাঙ্গুলি ইত্যাদি।

তৎপরে বৈদিক শ্রেণীর সমাগম হইয়াছে, তাঁহারা সেনিয়মে উপাধি প্রাপ্ত হন নাই, চক্রবর্ত্তী ভট্টাচার্য্য এই সাধারণ উপাধিই পাইয়াছেন। অনেকে গোত্রোল্লেখেও সমাজে বিভক্ত হইয়া থাকেন,

যেমন রামচন্দ্র গৌতম, কালিনাথ বশিষ্ঠ ইত্যাদি। এই উপাধির প্রচলনও বহুদিন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। দেশ কাল ভেদে ও লোকের রুচি অনুসারে যে উপাধির ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা সহজেই বোধ হয়। অতি প্রাচীন কোন কোন গ্রন্থে যে গ্রন্থকারদিগের নাম আছে, তাহাতে কোনও উপাধির উল্লেখ নাই। তৎপরবর্ত্তী কোন কোন গ্রন্থকারের ভট্টাচার্য্য বা চক্রবর্ত্তী উপাধি লক্ষিত হয়, তৎপরে ক্রমে তর্কালঙ্কার, বিদ্যাবাগীশ, কবিরঞ্জন ইত্যাদি উপাধির সৃষ্টি হইয়াছে। এখন আবার তর্কতীর্থ স্মৃতিতীর্থ ইত্যাদি উপাধিরও সৃষ্টি হইয়াছে।

বোধ হয় কিছুদিন পূর্ব্বে এদেশে যে সকল উপাধি প্রচলিত ছিল, তাহা সকল জাতিতেই ব্যবহার করা হইত।

এদেশের সহিত উড়িষ্যার ঘনিষ্ঠতা অধিক, সুতরাং পূর্ব্বকালে উড়িষ্যায় যেরূপ পদ্ধতি ছিল, এদেশেও অনেকটা তদ্রূপ থাকার সম্ভব। উড়িষ্যায় বর্ত্তমান কালেও ব্রাহ্মণদিগের কর দত্ত দাশ ইত্যাদি উপাধি প্রচলিত আছে, এবং পূর্ব্বেও ছিল।

তাঁহাদের কুলগ্রন্থে লিখিত আছে—

"করশর্ম্মা ভরদ্বাজো ধরশর্ম্মা পরাশরঃ।
মৌদ্গল্যো দাশশর্ম্মাচ গুপ্তশর্ম্মাচ কাশ্যপঃ॥"

উড়িষ্যায় এখন ও সকল স্থানে "ভরদ্বাজ গোত্রঃ শ্রীমার্কণ্ডেয়করশর্ম্মা অমুককর্ম্মাহং করিষ্যে" ইত্যাদি উল্লেখ করেন। উপাধি নামের মধ্যে নিবেশকরা পদ্ধতি এদেশে এখনও কোন কোন সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে যথা ঘোষ দাস, বসু দাস, দত্ত দাস ইত্যাদি।

হিন্দুপ্রধান বাঙ্গালা দেশে পূর্ব্বেও যে ব্রাহ্মণ ছিল, তাহার কোন

সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাহার চিহ্ন বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। অম্বষ্ঠ শ্রেণী যাঁহারা বৈদ্য বলিয়া এদেশে বিখ্যাত,তাঁহারা যে এদেশের আদিম নিবাসী তাহাতে কোন সন্দেহ বা তর্ক নাই। তাঁহাদের মধ্যে কৌলিক কোন উপাধির পরিবর্ত্তন দেখা যায় না ভরদ্বাজ গোত্র কর, কাশ্যপ গোত্র গুপ্ত, মৌদ্গল্য গোত্র দাশ ইত্যাদি এখনও দেখা যায়।

আমার বোধ হয়, এদেশে অম্বষ্ঠ শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বে "অম্বষ্ঠেষু চিকিৎসিতম্" এই শাস্ত্রানুসারে প্রায় সকলেই চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন, এজন্য বৈদ্য বলিয়াই তাঁহারা বিখ্যাত। কাহারও মতে অম্বষ্ঠেরনামান্তর বৈদ্য, চিকিৎসকের পর্য্যায় শব্দও বৈদ্য। ইহাও বৈদ্য খ্যাতির এক কারণ। কান্যকুব্জ হইতে তেজস্বী বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ এদেশে আসিলে তাঁহাদের সম্মান ও গৌরবের সীমা থাকিলনা। বোধ হয় ক্রমে সম্মানলোভে এদেশীয় কতক ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া গেলেন, কতক বা অম্বষ্ঠ দলেও আছেন। চিকিৎসা ব্যবসায়হীন কতক অম্বষ্ঠ ও ঐ দলে মিশ্রিত হওয়া অসম্ভব নহে। এরূপ না হইলে এদেশীয় ব্রাহ্মণ একেবারেই থাকিত না। অম্বষ্ঠ সংখ্যা অতি অল্প, অথচ কান্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণের সংখ্যা বিস্তর,ইহা কিরূপে হইল তাহা ধারণা করা যায় না। আমার বোধ হয় ঐ সময় হইতেই ব্রাহ্মণগণ অম্বষ্ঠব্রাহ্মণদিগের নমস্য হইলেন, কারণ শাস্ত্রে আছে,—

"বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠ্যং ক্ষত্রিয়স্য চ বীর্য্যতঃ
বৈশ্যস্য ধান্যধনতঃ শূদ্রস্য বয়সস্তথা।"

ব্রাহ্মণ তপস্যা ও জ্ঞানে বৃদ্ধ,ক্ষত্রিয় বিক্রমে বৃদ্ধ,বৈশ্য ধনে বৃদ্ধ,শূদ্রবয়সে বৃদ্ধ স্ব স্ব জাতির নমস্য। কান্যকুব্জদেশাগত ব্রাহ্মণগণ জ্ঞান ও তপস্যায় বৃদ্ধ স্থিরীকৃত হইয়াই অন্য বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরও নমস্য হইয়াছিলেন। পুরুষানুক্রমে তাহাই চলিয়া আসিতেছে। এসকল কথা আর লেখার প্রয়োজন নাই, তবে প্রসঙ্গতঃ কিছু কিছু লিখিতে হইল। এসকল

আনুমানিক কথা লইয়া তর্ক করাও নিষ্প্রয়োজন, তবে এইমাত্র বলা উচিত যে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ যে ব্রাহ্মণ বর্ণ, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় এই যে বৈদ্য মহাশয়দের মধ্যে অনেকেই নামে গুপ্ত শব্দের প্রয়োগ কর্ত্তব্য বোধ করিয়াছেন। কৌলিক সেন, দাশ ইত্যাদি প্রয়োগ একেবারে লোপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। প্রাচীন পণ্ডিতগণ দাশাদি শব্দের প্রয়োগে লজ্জিত বা ভীত হইতেন না, এদেশের ব্রাহ্মণদিগের দাশাদি উপাধি যুক্ত নাম ব্যবহার পূর্ব্বেও ছিল; সুতরাং চক্রপাণি দত্ত, শ্রীপতি দত্ত, শঙ্কর সেন, অনন্ত সেন, প্রজাপতি দাশ, বিজয় রক্ষিত প্রভৃতি তাঁহাদের কৌলিক উপাধিই লিখিয়াছেন, গুপ্ত লেখেন নাই। দেব কি শর্ম্মা ইহা লেখা ও আবশ্যক বোধ করেন নাই। কারণ তখন ব্রাহ্মণ ভিন্ন এদেশে অন্য কোন জাতিতে সংস্কৃত চর্চ্চা করিত না, এজন্য দেবাদি শব্দ প্রয়োগ করেন নাই, অনেক স্থলে অম্বষ্ঠ পরিচায়ক বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। বোপদেব ভিষক্ শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন, এজন্য বোপদেবকেও অনেকে অম্বষ্ঠ বলিয়া থাকেন।

সংপ্রতি দেখা যায়, দাশোপাধিক বৈদ্যমহাশয়গণই দাশ শব্দোল্লেখ করিতে অধিক কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন। বোধ করি তাঁহারা মনে করেন যে দাশ শুনিয়াই বা কেহ শূদ্র মনে করে, এজন্য তাহা না বলাই ভাল। না বুঝিয়া কেহ কোন অসঙ্গত কথা বলিবে এই ভয়ে কৌলিক উপাধি গুপ্ত করা সঙ্গত নয়।

শূদ্রোপাধি দাস শব্দ দন্ত্য সকার যুক্ত, ব্রাহ্মণ বিশেষের উপাধি দাশ শব্দ তালব্য শকার যুক্ত। দাশ্যতে দীয়তে অস্মৈ এই বাক্যে "দাশগোঘ্নৌ সম্প্রদানে" এই সূত্র দ্বারা দাশ, আর গোঘ্ন শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। বার্ত্তিককার তাহার উদাহরণ দিয়াছেন "দাশো ব্রাহ্মণঃ, গোঘ্নোঽতিথিঃ।"

সংক্ষিপ্তসারের বৃত্তিকার সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য "তালব্য যুক্তোঽয়ং" এই বাক্যের প্রয়োগ করিতেও ত্রুটী করেন নাই। এমন স্থলে দাশ শব্দ গুপ্ত রাখিয়া গুপ্ত শব্দের প্রয়োগ নিতান্ত অসঙ্গত। বস্তুতঃ অম্বষ্ঠের নামান্তে গুপ্ত শব্দ কদাচ প্রয়োজ্য হইতে পারে না, কারণ উহা বৈশ্যের নামান্তেই প্রযোজ্য, ব্রাহ্মণ বর্ণের নয়। অনেক অম্বষ্ঠগণ

শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মা ত্রাতাচ ভূভুজঃ।
গুপ্তদাসান্তকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥

এই বচনানুসারে দেব শব্দান্ত নামই করিয়া থাকেন।

ইহাতে পুরোহিত ব্রাহ্মণগণও অসন্তুষ্ট হন না, তাঁহাদের নামও শাস্ত্র সম্মত হয়। কারণ পুরোহিতগণ বুঝেন যে ইহাদের স্ত্রীগণের নামান্তে যখন দেবী শব্দের প্রয়োগ সর্ব্ববাদিসম্মত, তখন পুরুষের দেবান্ত নামে কোন দোষ হইতে পারে না; ফল কথা ব্রাহ্মণের দেবান্ত বা শর্ম্মান্ত নাম উভয়ই তুল্য। অনেক স্থলে ব্রাহ্মণগণ কেবল শর্ম্মান্ত নামই করিয়া থাকেন, শুনিয়াছি কোন কোন স্থানে দেবান্ত নামও করেন, আমাদের বাঙ্গালার অনেকেই দেবশর্ম্মান্ত নাম করেন।

দেব ও শর্ম্মা এ উভয় শব্দ প্রয়োগের আবশ্যকতা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের মত যে অপর বচন আছে,—

"অথাস্য নাম কুর্ব্বীত পিতৈব দশমেঽহনি।
দেব পূর্ব্বং নরাখ্যংহি শর্ম্মবর্ম্মাদিসংযুতং॥

পিতা একাদশাদি দিনে বালকের নাম করণ করিবেন। নাম

কিরূপ ? তাহাতে বলেন, দেব পূর্ব্ব শর্ম্ম শব্দ যুক্ত ব্রাহ্মণের এবং বর্ম্মাদি সংযুক্ত নাম ক্ষত্রিয়াদির।

অপর পক্ষ বলেন যে—

"শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মা ত্রাতাচ ভূভুজঃ।
ভূতির্দত্তশ্চ বৈশ্যস্য শূদ্রাঃ দাসান্তকাঃ স্মৃতাঃ ॥
"শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্যচ।
গুপ্তদাসান্তকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ ॥

ইত্যাদি বচন থাকায় যেমন ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মা বা ত্রাতা, বৈশ্যের ভূতি বা দত্ত ইহার কোন শব্দ নামান্তে প্রয়োগ করিলেই হয়; সেইরূপ ব্রাহ্মণের দেব ও শর্ম্মা ইহার অন্যতর কোন শব্দ প্রয়োগ করিলেই হয়। যাঁহারা দেব ও শর্ম্মা এই উভয় শব্দেরই প্রয়োগের আবশ্যকতা বলেন তাঁহাদের মতে "ব্রাহ্মণস্য দেবপূর্ব্বং শর্ম্মযুক্তং নাম কুর্ব্বীত এবং ক্ষত্রিয়াদীনাং বর্ম্মাদিসংযুতং নাম কুর্ব্বীত" এই বাক্য ভেদ করিতে হয়। যাঁহারা দেবশর্ম্মা ইহার অন্যতরের আবশ্যকতা বলেন তাঁহাদের মতে ও"ব্রাহ্মণস্য দেবপূর্ব্বং, ব্রাহ্মণাদীনাং শর্ম্মবর্ম্মাদিযুতং নাম কুর্ব্বীত'' এইরূপ অর্থ করিতে হয়। ফলতঃ এদেশীয় অম্বষ্ঠগণের ব্রাহ্মণবৎ উপনয়নাদি সংস্কার হইয়া থাকে; কেবল নামটি যথা শাস্ত্র হয় না। গুপ্ত বলাত উচিতই নয়। যদি বশর্ম্মা বলিতে কাহারও অযথা আপত্তি থাকে, তবে কেবল দেবশব্দান্ত নামের উল্লেখে ক্রিয়া কলাপ করিলেই যথেষ্ট হয়।

যাঁহারা বলেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণই দেব শব্দান্ত নাম করিতে পারেন, কারণ দ্বিজাতি তিন বর্ণের স্ত্রীলোকের দেব্যন্ত নামই শাস্ত্রসিদ্ধ ও ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাঁহাদের মতে

পুরুষের দেব বলিলে অনুচিত হয় না। বিশেষতঃ প্রাচীনকালে অম্বষ্ঠগণও দেব শব্দ ব্যবহার করিতেন, এবং ব্রাহ্মণগণও তাঁহাদিগকে দেব বলিয়া আখ্যাত করিতেন। হলায়ুধ ভট্ট তাঁহার ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব গ্রন্থে আত্মপরিচয় স্থলে যে দুটি শ্লোকে রাজা লক্ষ্মণসেনের বিশেষণ দেব শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন বৈদ্য ছিলেন এ জনশ্রুতি চির প্রসিদ্ধ। বৈদ্যকুল-পঞ্জিকায় লেখা আছে "পুরা বৈদ্য কুলোদ্ভূত বল্লালেন মহীভুজা ব্যবস্থাপি চ কৌলিন্যং দ্বিহি সেনা বংশজে" প্রায় বৈদ্যগণই ইহা অবগত আছেন। বল্লাল ব্রাহ্মণ ছিলেন কি চাণ্ডাল ছিলেন সে বিচার করা লেখকের উদ্দেশ্য নয়; সুতরাং তাহাতে বিরত হওয়াই উচিত। শ্লোক যথাঃ—

যেনাসীদজিতং ন সিন্ধুলহরী ধৌতাঞ্চলায়াং ক্ষিতৌ
যস্যাজ্ঞাতমভূন্নসপ্তভুবনে নানাবিধং বাঙ্ময়ম্।
দেবঃ স ত্রিজগন্নমস্যমহিমা শ্রীলক্ষ্মণঃ ক্ষ্মাপতি-
স্তেনে যস্য মনীষিতাধিকপুরস্কারোত্তরাং সম্পদম্॥
বাল্যে খ্যাপিতরাজপণ্ডিতপদঃ শ্বেতাংশুবিম্বোজ্জ্বল-
চ্ছত্রোৎসিক্তমহামহত্ত্বমুপদং দত্বা নবে যৌবনে॥
যস্মৈ যৌবনশেষযোগ্যমখিলক্ষ্মাপালনারায়ণঃ।
শ্রীমাল্লক্ষ্মণসেনদেবনৃপতির্দ্ধর্ম্মাধিকারং দদৌ॥

উপসংহার।

পূর্ব্বে যে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিশেষ মাত্র, অন্য কোন বর্ণ নহে। তাঁহাদের নামান্তে শর্ম্মা অথবা দেব শব্দের প্রয়োগ করা উচিত। গুপ্ত শব্দের প্রয়োগ অকর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মণ মাত্রেরই যদি সন্ন্যাসে অধিকার থাকে তবে অম্বষ্ঠেরও আছে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সন্ন্যাসে অধিকার থাকুক কি নাই থাকুক তাহাতে অম্বষ্ঠের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।